উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

GHASHFUL

প্রকাশনার ১৮ বছর

- বর্ষ ২০১৯
- সংখ্যা ০১
- জানুয়ারি - মার্চ

হাটহাজারীতে ঘাসফুলের উন্নয়ন মেলা-২০১৯

শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দিতে কাজ করছে সরকার

উন্নয়ন মেলায় বক্তব্য রাখছেন (বামদিক) - ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি, পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সাবেক সচিব চৌধুরী মুহাম্মদ মহসিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল করিম, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জসীম উদ্দিন, মো. ফজলুল কাদের, হাটহাজারী ইউএনও রুহুল আমীন, গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী।

আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দরা

উন্নয়নের ছোঁয়া এখন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল গ্রামে-গঞ্জেও সমানভাবে চলছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে রোল মডেল। শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দিতে কাজ করছে সরকার। উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ঘাসফুল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা তৈরিসহ বাল্যবিবাহ ও যৌতুকমুক্ত সমাজ গঠনে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে আসছে। চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র উন্নয়ন মেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক মন্ত্রী ও স্থানীয় সাংসদ ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ একথা বলেন। গত ৩ ফেব্রুয়ারী রবিবার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের ছাদেক নগর এলাকায় মেলার উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। উদ্বোধন শেষে মেলা প্রাঙ্গনে জনাব খলীকুজ্জমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় সম্মানিত অতিথি হিসেব বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাবেক মুখ্য সচিব মো. আবদুল করিম, বিশেষ অতিথি পিকেএসএফ'র বোর্ড মেম্বার ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন

তরুণ প্রজন্মকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে হবে। উন্নয়নকে টেকসই করতে সমন্বিত উদ্যোগের কোন বিকল্প নেই।

মাহমুদ এফসিএ, সাবেক সচিব চৌধুরী মুহাম্মদ মহসিন, পিকেএসএফ'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল কাদের ও ড. মো. জসীম উদ্দিন, হাটহাজারী উপজেলা চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুল আলম চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মো. মজিবুর রহমান। ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। আলোচনা সভার সভাপতি পিকেএসএফ-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, শহরের সুবিধা গ্রামীণ পর্যায়ে নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার, তরুণ প্রজন্মকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে হবে। উন্নয়নকে টেকসই করতে সমন্বিত উদ্যোগের কোন বিকল্প নেই। আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে সাবেক মুখ্য সচিব ও পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল করিম বলেন, পিকেএসএফ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সমন্বিত উন্নয়নে কাজ করছে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় রিসোর্সকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়নে অংশীদার হচ্ছে তৃণমূলের মানুষ। বিশেষ অতিথি পারভীন মাহমুদ বলেন, সমৃদ্ধি'র শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ☛বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠা।

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতার স্মরণ সভায় রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদানের দাবী

শামসুন্নাহার পরাণ দেশ পুনর্গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন

মুক্তিযুদ্ধের পরপরই শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ঘাসফুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশ পুন:গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি অর্জনে তিনি ব্যাপক প্রচারণার পাশাপাশি নানামূখি আন্দোলন চালিয়ে যান। নারী অধিকার ও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তিনি চট্টগ্রামের অগ্রদুত ছিলেন। পরাণ রহমান চট্টগ্রামে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থা সমূহের জন্য একজন দায়িত্ববান মমতাময়ী অভিভাবক ছিলেন। পরাণ রহমানের কর্ম-জীবন আমাদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। ১৮ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু হলে ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মরণে আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রধানঅতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী এ কথা বলেন।

পরাণ রহমান একজন মানবদরদী হিসেবে সমাজের দলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে গেছেন। তিনি নিজেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

☛বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায়।

ঘাসফুস প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার পরাণের ৪র্থ মৃতুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন চবি-উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী।

ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে ডে-কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন

কর্মস্থলে ডে-কেয়ার সেন্টার একটি যুগোপযোগী উদ্যোগ

ডে-কেয়ার সেন্টারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সদস্য প্রফেসর ড. জয়নব বেগমসহ অন্যরা

কর্মজীবি মায়েদের জন্য কর্মস্থলে ডে-কেয়ার সেন্টার একটি যুগোপযোগী উদ্যোগ। বহু মেধাবি নারী কর্মস্থলে ডে-কেয়ার সেন্টার না থাকাতে উজ্জ্বল পেশাগত জীবনের অবসান ঘটিয়েছেন। গত ১৭ জানুয়ারি ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন কালে অতিথিগণ এ মন্তব্য করেন। তারা ঘাসফুলের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত উন্নয়নে এটি বড় ধরণের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এ ক্ষেত্রে মা ও শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান অতিথিরা। ঘাসফুল ডে-কেয়ার সেন্টার এর উদ্বোধন করেন ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক শাহানা মুহিত, নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, সাধারণ পরিষদ সদস্য সমিহা সলিম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, উপ-পরিচালক আবেদা বেগম, হিসাব ও অর্থ বিভাগের প্রধান মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক স্মৃতি চৌধুরী, এমআইএস বিভাগের প্রধান আবু জাফর সরদার, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী প্রমুখ।

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ স্মরণে

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ স্মৃতি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পর্যবেক্ষণ করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক নাসিমা আখতার

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মরণে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে এক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯:৩০টায় শুরু হওয়া চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম নগরীর বিশটি স্কুলের প্রায় ২৫০জন শিশু প্রতিযোগী অংশ নেয়। এতে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনিস্টটিউট এর সহযোগী অধ্যাপক নাসিমা আখতার, সহকারি অধ্যাপক সুব্রত দাশ ও শিল্পী শওকত জাহান। প্রতিযোগীতায় 'ক-বিভাগে' ১ম স্থান অধিকার করে সানি টিউটারিয়ালের ছাত্র আয়ান ইয়ারা, ২য় স্থানে সেন্ট প্লাসিডস স্কুলের ছাত্র পবন রায় এবং তৃতীয় হয়েছে সেন্ট জেভিয়ার স্কুল এর ছাত্রী সিদরাতুল মুনতাহা। 'খ-বিভাগে' ১ম স্থান অধিকার করে সিলভার বেলস কিন্ডার গার্ডেন এন্ড গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী লুৎফুন নাহার রাণী, ২য় স্থান পেয়েছে খাজা আজমেরী কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের ছাত্রী সুমাইয়া শিমু এবং ৩য় স্থান পেয়েছে সেন্ট স্কলাসটিকা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী আরাত্রিকা দেবনাথ। পরাণ রহমান স্মৃতি চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, সমাজসেবক ও ঘাসফুল উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য রওশন আরা মোজাফফর বুলবুল, সমাজসেবক হাজী আবুল হোসাইন, ঘাসফুলের উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও মানব সম্পদ) মফিজুর রহমান, উপ-পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) আবেদা বেগম, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, শিক্ষিকা নুসরাতুন নঈম, জান্নাতুল মাওয়া, শাহনাজ বেগম, রুনা আক্তার, নাজমা আক্তার, তানজিনা হক, সেকেন্ড চান্স প্রকল্পের সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আরিফ, পাবলিকেশন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার, কর্মকর্তা নারগিছ আকতার, মোঃ আবদুর রহমান প্রমুখ। পরাণ রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় দর্শক হিসেবে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রচুর লোকজনের সমাগম হয়।

শহরের সুবিধা গ্রামে ... ১ম পৃষ্ঠা পর

ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর হার কমে এসেছে। উন্নয়ন মেলায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল সাউথ ইস্ট ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস প্রদর্শন, হৃদরোগ, মা ও শিশু, চক্ষু রোগ বিষয়ক, ডায়াবেটিকস পরীক্ষা, ব্লাড গ্রুপিং এবং ফিজিওথেরাপী সহ মোট ৬৯৭ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় দুইজন ভিক্ষুককে জন প্রতি একলক্ষ টাকার চেক প্রদান ও বাষট্টি জন প্রবীণকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে বিভিন্ন স্কুলের অধ্যয়নরত ২০১৮ সালে উত্তীর্ণ ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

শামসুন্নাহার পরাণ দেশ ... ১ম পৃষ্ঠা পর

ঘাসফুল সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভার আলোচক একুশে পদক প্রাপ্ত কবি ও প্রবীণ সাংবাদিক আবুল মোমেন বলেন, পরাণ রহমান একজন মানবদরদী হিসেবে সমাজের দলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে গেছেন। তিনি নিজেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। উন্নয়ন-কর্মী পরাণ রহমান সারা জীবন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে কাজ করেছেন। স্মরণ সভায় বক্তারা সমাজ ও নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সফল নারী প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমানকে মরণোত্তর রাষ্ট্রিয় সম্মাননা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। ঘাসফুলের প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় সভায় আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ইলমা এর প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মরহুমার জ্যেষ্ঠ কন্যা পারভীন মাহমুদ এফসিএ, ঘাসফুল এর প্রাক্তন কর্মকর্তা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগি অধ্যাপক শাহাব উদ্দিন নিপু, চিটাগং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি (সিআইইউ) এর ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার আনজুমান বানু লিমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এবং পরাণ রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করেন মরহুমার নাতনী ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ এর কোষাধ্যক্ষ জেরিন মাহমুদ হোসেন। উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শাহানা মুহিত, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, জাহানারা বেগম, পরাণ রহমানের সহপাঠী এবং ঘাসফুল উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য রওশন আরা মোজাফফর বুলবুলসহ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি ও প্রধানগণ। স্মরণ সভায় গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পরাণ রহমান স্মরণে অনুষ্ঠিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় 'ক ও খ' দুইটি গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী মোট ছয়জন শিশুকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ স্মরণে এদিন সকালে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮:০০টায় খতমে কোরআন এবং ৯:০০টায় পবিত্র মিলাদ ও মোনাজাতের মাধ্যমে এ দোয়া মাহফিল শেষ হয়। মোনাজাতে অংশ নেন মরহুমার জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পারভীন মাহমুদ এফসিএ, সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীসহ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র উদ্বোধনে বক্তব্য রাখছেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) তপন কুমার ঘোষ

সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প

বয়স্ক ও অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন

গত ২ ফেব্রুয়ারী নগরের পূর্ব টাইগারপাস কলোনীতে ঘাসফুল পরিচালিত আশার আলো শিশু শিখন কেন্দ্রে শিশু শিক্ষার্থীদের মায়েদের জন্য বয়স্ক ও অব্যাহত শিক্ষার জন্য একটি বৈকালিক সেশন এর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) তপন কুমার ঘোষ। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন টাইগারপাস নবদিগন্ত ক্লাবের সভাপতি মোঃ শাহনেওয়াজ। বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রাম এর সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন ও ব্র্যাকের সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প'র চিফ অব পার্টি মাহমুদ হাসান। সভায় প্রধানঅতিথি বলেন, 'বাংলাদেশে ৭২ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত বাকী ২৮ শতাংশ মানুষ সাক্ষরজ্ঞানহীন, এসব সাক্ষরজ্ঞানহীন মানুষকে এধরণের বয়স্ক ও অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এখন সাক্ষরতার সংজ্ঞা পাল্টে গেছে, আগে নাম স্বাক্ষর করতে পারলেই শিক্ষিত ধরা হতো এখন শিক্ষিতের সংজ্ঞা হচ্ছে-সঠিকভাবে লিখতে পড়তে ও গণনা করতে জানতে হবে। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রাম এর সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন বলেন 'এসব শিক্ষার্থীদের (বয়স্ক) শুধু পাঠ্যবইয়ের শিক্ষাই শেষকথা নয়, পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ রয়েছে - যার মাধ্যমে এসব মায়েরা প্রশিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এখানে উল্লেখ্য, এটি বিএনএফপি'র একটি ইনোভেটিভ উদ্যোগ যা বাংলাদেশে প্রথম এবং বর্তমানে পাইলটিং পর্যায়ে রয়েছে। ঘাসফুলের মাধ্যমে চট্টগ্রামে পরিচালিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা বই এবং উপকরণ বিতরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ১৪২টি শিশু শিখন কেন্দ্রে মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে প্রতিটি শিখন কেন্দ্র বর্ণমালা ও শহীদ মিনার এঁকে সাজানো হয় এবং সকাল ৯টায় প্রতিটি শিখন কেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা, প্রোগ্রাম অর্গানাইজারদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপর প্রবন্ধ পাঠ করা হয় এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশুদের মাঝে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত, নৃত্য ও ছড়া আবৃত্তি পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করে।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

ঘাসফুল পরিচালিত সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ১৪২টি শিশু শিখন কেন্দ্রে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। প্রতিটি শিখন কেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, অভিভাবক কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য শিশুদের মাঝে তুলে ধরা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত, নৃত্য ও ছড়া আবৃত্তি পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের কর্মকর্তারাও অংশগ্রহণ করে।

চট্টগ্রামে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মতবিনিময় ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

গত ২ ফেব্রুয়ারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক তপন কুমার ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব) চট্টগ্রামে বাস্তবায়িত সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প পরিদর্শনে আসেন। এদিন সকালে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রাম এর আয়োজনে এক চেক বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন। প্রাথমিক শিক্ষা চট্টগ্রাম বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ সুলতান মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঘাসফুল, যুগান্তর, ইপসা ও ডিএসকে এর প্রকল্প কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রাম এর সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে

মতবিনিময় ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) তপন কুমার ঘোষ

বক্তব্য প্রদান করেন, ব্র্যাক সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প'র চিফ অব পার্টি মাহমুদ হাসান। এনজিওদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ইপসার সোশ্যাল ডেভেলোপমেন্ট প্রোগ্রাম পরিচালক মাহাবুবুর রহমান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুগান্তর উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ইয়াসমিন পারভীন, স্পীড বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক মনোজ দেব, ঘাসফুল প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের উপ পরিচালক মফিজুর রহমান, বিএনএফই এর উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার মর্জিনা বেগম, ব্র্যাক এর ট্রেইনার শওকত আক্তার, মোঃ ইউছুফ নবীসহ বিএনএফই ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রধানঅতিথি বলেন, সরকার সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষা এবং উন্নয়নে সরকারের সহযাত্রী হিসেব কাজ করছে উন্নয়ন সংস্থাসমূহ। কর্মজীবী ও ঝরেপড়া শিশুদের স্কুলমুখী করা এবং শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ স্কুল পরিচালনা করা হচ্ছে। ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প প্রশংসার দাবিদার। উল্লেখ্য সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের চট্টগ্রামে মোট ৩৩৩ টি স্কুল সেন্টারের মাধ্যমে ১০ হাজার শিশু শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং সব শিশু এখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। এ অনুষ্ঠানে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের স্টাফ ও শিক্ষকদের জন্য বেতন ও স্কুল সেন্টার ভাড়ার চেক প্রদান করা হয়।

পিতৃবিয়োগ

ঘাসফুলের উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মারুফুল করিম চৌধুরীর পিতা, জনতা ব্যাংকের সাবেক মহাব্যবস্থাপক জনাব গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন। "ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজিউন"। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মহান আল্লাহর কাছে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারকে যেন প্রিয়জন হারানোর শোক বইবার শক্তি দান করেন।

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ এর অনন্যা শীর্ষ দশ সম্মাননা প্রাপ্তিতে

ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্য, গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর জৈষ্ঠ্য কন্যা পারভীন মাহমুদ এফসিএ এর অনন্যা শীর্ষ দশ সম্মাননা প্রাপ্তিতে ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। এ অর্জনে সংস্থার পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। উল্লেখ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে অবদানের জন্য তাঁকে এবারে "অনন্যা শীর্ষদশ সম্মাননা" প্রদান করা হয়। বর্ষব্যাপী আলোচিত আলোকিত দশ কৃতী নারীকে প্রতিবছরের মতো এবারও সম্মাননা প্রদান করেন দেশের শীর্ষ স্থানীয় নারী পাক্ষিক 'পাক্ষিক অনন্যা'। গত ২৩ মার্চ শনিবার বিকাল সাড়ে চারটায় জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে 'অনন্যা শীর্ষ দশ সম্মাননা ২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পাক্ষিক অনন্যার সম্পাদক তাসমিমা হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ও অভিনেত্রী সুবর্ণা মুস্তাফা, বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী ইসমত আরা সাদেক। এবারের সম্মাননা প্রাপ্ত নারীরা হলেন- ডা. সায়েবা আক্তার (চিকিৎসা), পারভীন মাহমুদ (ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন), শামসুন্নাহার (প্রশাসন), আফরোজা খান (উদ্যোক্তা), সোনা রানী রায় (কুটির শিল্প), লাইলী বেগম (সাংবাদিকতা), নাজমুন নাহার (তারুণ্যের আইকন), সুইটি দাস চৌধুরী (নৃত্যশিল্পী), রুমানা আহমেদ (খেলাধুলা) ও ফাতেমা খাতুন (প্রযুক্তি)। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সাল থেকে অনন্যা শীর্ষদশ সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি বছর নিজ নিজ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে দেশের ১০ জন বিশিষ্ট নারীকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

ক্যাশলেস লেনদেন : ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে নতুন দিগন্ত

ঘাসফুলে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস উদ্বোধন

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগ মাঠ পর্যায়ে নগদ লেনদেন পরিহার করে সাউথ ইস্ট ব্যাংকের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সংস্থার গ্রাহকদের মাঝে ঋণ বিতরণ ও আদায় সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত ৬ জানুয়ারি পশ্চিম মাদারবাড়ী এলাকার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের সদস্য ফারহানা আকতার ও জেসমিন আক্তার এর মাঝে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে লেনদেনে উপস্থিত গ্রাহকেরা সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আশাকরি এ পদ্ধতিতে লেনদেন সহজ এবং দ্রুত হবে। এ সময় গ্রাহকদের উদ্দেশ্য করে ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী বলেন, এ পদ্ধতিতে লেনদেন করলে আরো বেশী স্বচ্ছতা আসবে, গ্রহণযোগ্যতা ও দ্রুত সেবা প্রদানে অনেক সহায়ক হবে। তিনি ঘাসফুল গ্রাহকদের অতীতের মতো এবারও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। উদ্বোধনকালে সংস্থার সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল ও সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেডের মধ্যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সংক্রান্ত এক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

দুস্থ মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসা উচিত

নওগাঁয় আদিবাসিদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত ৩ জানুয়ারি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার নিয়ামতপুর ও ভাবিচা ইউনিয়নের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে নিয়ামতপুর ইউপি চেয়ারম্যান মো: বজলুর রহমান নঈম, ভাবিচা ইউপি চেয়ারম্যান মো: ওবাইদুল হক এবং উভয় ইউনিয়নের ইউপি মেম্বারগণ, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম নওগাঁ জোনের সহকারী পরিচালক মো: শামসুল হক, সহকারী ব্যবস্থাপক রবি রায় মালাকার, অফিসার মো: আবুল কালাম আজাদসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শীতবস্ত্র বিতরণের পূর্বে ঘাসফুল নওগাঁ জোনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল সালেহ মোঃ মাহফুজুল আলম এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং শীতবস্ত্র বিতরণ বিষয়ে অবহিত করেন। এ সময় ইউএনও মহোদয় ঘাসফুলের এই মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, দুস্থ মানুষের সহায়তায় এভাবে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। বাংলাদেশের প্রতিটি সংগঠন এবং প্রত্যেক বিত্তবান ব্যক্তি যদি এভাবে এগিয়ে আসেন তাহলে অবশ্যই একদিন সকল নাগরিকের মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব। এক্ষেত্রে অনগ্রসর দরিদ্র আদিবাসিদের আরো বেশী করে সহায়তা প্রয়োজন। ঘাসফুল নওগাঁ জোনের সহকারি পরিচালক মো: শামসুল হক প্রতিবেদককে জানান অনুষ্ঠানে আগত বিভিন্ন অতিথিদের মাধ্যমে মোট ৫৪১জন দুস্থ আদিবাসিকে বয়স অনুযায়ী শীতবস্ত্র দেয়া হয়। তিনি আরো জানান, শীতবস্ত্র পেয়ে অবহেলিত জনপদের আদিবাসিদের মুখে হাসি ফোটে। তারা অত্যন্ত খুশি মনে ঘাসফুল এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য শীতবস্ত্র গুলো ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ কোষাধ্যক্ষ জেরিন মাহমুদ হোসেন এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ঘাসফুল এর আবাসন ঋণ কার্যক্রম উদ্বোধন

গত ২৮ মার্চ ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের আবাসন ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। ঘাসফুল পটিয়া সদর শাখায় ঋণ বিতরণ উদ্বোধন করেন সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। উদ্বোধনী দিনে ঋণ গ্রহণ করেন পটিয়া উপজেলার স্থানীয় অধিবাসী কাঞ্চন চক্রবর্ত্তী, দুলাল নন্দী ও ইসমত আরা চৌধুরী। ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রত্যেকের চারলক্ষ টাকা ঋণের প্রথম কিস্তি জনপ্রতি একলক্ষ টাকা করে প্রদান করা হয়। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের ব্যবস্থাপক তাঈম উল আলম, সাইদুর রহমান খান, পটিয়া জোনের দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারী ব্যবস্থাপক নাজিম উদ্দিন এবং সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ।

সম্পাদকীয় — চাই নারীবান্ধব নিরাপদ কর্মস্থল

নারী উন্নয়ন বা নারীর ক্ষমতায়নে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হলো নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে প্রয়োজন ব্যাপক হারে সর্বস্তরে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবক্ষেত্রে কর্মস্থল গুলো নারীবান্ধব করে তোলার উদ্যোগ চলছে। সাধারনত কর্মজীবি নারীদের ঘর এবং কর্মক্ষেত্রে নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিবন্ধকতার সবচেয়ে বড় কারণ অনিরাপদ কর্মস্থল ও লিঙ্গ বৈষম্যতা। সহিংসতা ছাড়াও কর্মস্থলে নানারকম প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হয়। সুতরাং নারীদের জন্য কর্মস্থল যেমন নিরাপদ রাখার প্রয়োজনীতা রয়েছে তেমনি নারীবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। বাংলাদেশে নারী ও মেয়েশিশুরা কাঠামোগত বৈষম্য এবং সামাজিক রীতির কারণেও বিভিন্ন ধরনের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার সম্মুখীন হয়। এই কারণগুলো শ্রমশক্তিতে নারীর অধিক হারে অংশগ্রহণকে বাধা দেয়। অবকাঠামোর অভাব যেমন: পরিবহন সেবা, শিশুযত্ন এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা নারীদেরকে অর্থনীতিতে অংশগ্রহণে বাধা দেয়। এখানে নারীবান্ধব কর্মস্থল বলতে বুঝায় কর্মস্থলে ডে-কেয়ার সেন্টার থাকা, সহনীয় কর্মঘন্টা বা নারীদের রাত অবধি অফিসে থাকতে বাধ্য না করা, মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা, একই অফিসে একাধিক নারী কর্মী থাকা, পর্যাপ্ত ও আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা রাখা, অফিসে আসা-যাওয়ার জন্য পরিবহন নিশ্চিত করা, কাজের ফাঁকে বাচ্চাকে সময় দেয়ার সুযোগ দেয়া ইত্যাদি। অন্যদিকে নিরাপদ কর্মস্থল বলতে নারীদের প্রতি যে কোন সহিংসতা প্রতিরোধে কঠোর নীতিমালা রাখার পাশাপাশি দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া এবং এক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স প্রদর্শন করা ইত্যাদি। আমরা বিশ্বাস করি কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা রোধ করে নারীর ক্ষমতায়নের পথ। কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা শুধুমাত্র সহিংসতার চক্রকেই স্থায়ী করে না বরং নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন করে তাদের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণে বাধাগ্রস্থ করে, কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্থ করে। গত আড়াই দশকে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা বিপ্লব ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের শিল্প-কারখানায়, অফিস-আদালত, সমাজ নির্মাণ কিংবা রাজনীতি, শান্তি প্রতিষ্ঠা কিংবা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে, খেলাধুলা ও সুনাম অর্জনে নারীদের রয়েছে এক উল্লেখযোগ্য অর্জন। তবুও লক্ষ্য করা যায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতাভিত্তিক চাকুরী গুলোতে নারীর প্রবেশাধিকার এখনও একটি চ্যালেঞ্জিং হিসেবে রয়ে গেছে। আমরা মনে করি যতক্ষণ না নারী দেশের কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে প্রবেশ করছে, বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে উদীয়মান প্রতিশ্রুতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে ব্যর্থ হবে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থে সামগ্রিক উন্নয়নে নারীবান্ধব নিরাপদ কর্মস্থল তৈরীতে কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে অফিস এবং সমাজে প্রতিবাদ তৈরি করতে হবে এবং প্রতিবাদকারীদের সংগঠিত হতে হবে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সকল কর্মস্থলে কাঠামোগতভাবে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সঠিক নীতিমালা তৈরী করার পাশাপাশি রূপান্তরিত এজেন্ডাগুলো উন্নত করা প্রয়োজন, যেগুলো কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা নিরোধে সব কর্তৃপক্ষকে নারীবান্ধব সেবা প্রদানে দায়বদ্ধ করবে। আমরা জানি এবারের বিশ্ব নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল ***"সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো"***। বস্তুত: নারীদের উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় এতোদিন যে সকল বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়েছে সময়ের পরিবর্তনে তারও উন্নয়ন প্রয়োজন। এখানে নারীদের উন্নয়নে নতুন করে ভাববার এবং নতুন কৌশল নির্ধারণ করারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। পুরুষদের একচ্ছত্র ক্ষমতায়নকালে তাদের সৃষ্ট নীতিমালা, পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে বা পুনর্গঠনে নতুন করে উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নারী-পুরুষ পরস্পর সহায়ক ও পরিপূরক হিসেবে একটি দারিদ্রমুক্ত, উন্নত ও নিরাপদ বিশ্ব গড়ার প্রত্যয়ে সকলকে সবার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসা জরুরী।

বিশুদ্ধ পানির সংকট

কথায় আছে পানির অপর নাম জীবন। পৃথিবীর সকল প্রাণেরই উৎস পানি এবং সকলেই পানির ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে অসংখ্য মৃত্যুর কারণও পানি। পানি যেমন মানুষকে জীবন দেয় তেমনি পানিবাহিত নানা জীবাণুর মাধ্যমে পানিই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশুদ্ধ পানির অভাবে সাধারণত দেখা যায় শিশু, প্রবীণ ও গর্ভবতী নারীরাই বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে। সুপেয় পানির সংকট নিয়ে শুধু বাংলাদেশ নয় আজ সমগ্র পৃথিবী উদ্বিগ্ন। পৃথিবীর চারদিকে পানি বাড়লেও সুপেয় পানির সংকট আজ বিশ্বব্যাপি। বিশ্বব্যাপি এ সংকটের পেছনে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুটো কারণই দায়ী। জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, ভূমিকম্প, পাহাড়ধ্বসসহ নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন দায়ী তেমনি মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগ আরো বেশী দায়ী। কারণ প্রকৃতির প্রতি মানুষের অপরিণামদর্শী আচরণের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো সংগঠিত হয়। সুপেয় পানির সবচেয়ে সহজ এবং বড় উৎস নদীর উপর মানুষ আজ দেশে দেশে বাঁধ দিচ্ছে, পাহাড় ধ্বংস করছে, নির্বিচারে পানি দূষণ করছে, যত্রতত্র খনন ও অবকাঠামো নির্মাণ করে ভূ-অভ্যন্তরের পানি চলাচল বিঘ্নিত করছে। বর্তমান চিন্তাবিদদের অনেকেই ধারণা করছেন আগামীতে সুপেয় পানির সংকট দাঁড়াবে আরো ভয়াবহ। এমনকি অনেকেই ধারণা করছেন আগামীতে যদি কোন বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয় তবে তার মুল কারণগুলোর মধ্যে থাকবে সুপেয় পানি। আমরা জানি বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পানি নিয়ে চলছে স্নায়ুযুদ্ধ। বিভিন্ন দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া অভিন্ন নদীর অবাধ জলপ্রবাহ নিয়ে নানা দেশের মধ্য চলছে পানিযুদ্ধ এবং এটি একটি আর্ন্তজাতিক সমস্যা। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদীর ৫৪টি এসেছে ভারতের মধ্যে দিয়ে, তিনটি এসেছে মায়ানমার থেকে। বাংলাদেশ ভাটির দেশ হিসাবে নদীসমূহের জলের ন্যায্য হিস্যার দাবিদার। অভিন্ন ৫৪ টি নদীর মধ্যে ৪৭টি নদীর গতিপথে ছোট-বড় অসংখ্যা বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এতে করে প্রবাহ কমে শুকনো মৌসুমে নদী শুকিয়ে যাওয়ায় সাগরের পানি ঢুকে ভাটি অঞ্চলে লবণাক্ততা বাড়াচ্ছে আবার বর্ষাকালে বন্যার তোড়ে এতদাঞ্চলের পানিয় জলের স্থানীয় উৎসগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা জানি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের জলস্তর দিনদিন বাড়ছে। অন্য দিকে বাংলাদেশে প্রবাহিত বড় বড় নদীর উজান অংশ ভারতে বাঁধ নিমার্ণ করায় ভূ-পৃষ্টে

মিস্টি পানির প্রবাহও পাল্লা দিয়ে কমে যাচ্ছে। এধরণের বিভিন্ন কারণে এসব জনবসতিতে দিন দিন লবণাক্ততা যেমন বাড়ছে তেমনি ভূগর্ভস্থ জলধারায়ও তার প্রভাব পড়ছে। মোটকথা বাংলাদেশে পানিয়জলের পরিস্থিতি দিনদিন ভয়াবহ অবস্থায় যাচ্ছে। এধরণের সমস্যা শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন বড় বড় নদীর অববাহিকায় ভাটি অঞ্চলের দেশগুলোতে একই রকমের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, বাড়ছে দেশে দেশে নদী-বিরোধ এবং জল-সংকট। যেমন লেবানন-ইসরায়েল এর মধ্যে হাসবানি নদীর পানি নিয়ে বিরোধ, তেমনি তুরস্ক-সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যে ইউফেটিস নিয়ে, সিরিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে গ্যালিলি সাগর নিয়ে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ও জর্দানের মধ্যে জর্দান নদী নিয়ে সুদান, মিশর, ইথিওপিয়া ও আরো কিছু দেশের মধ্যে নীলনদ নিয়ে, সেনেগাল ও মৌরিতানিয়ার মধ্যে সেনেগাল নদী নিয়ে, ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে হেলম্যান্ড নদী নিয়ে আর বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে একাধিক নদী নিয়ে বিবাদতো রয়েছেই। তাই আর্ন্তজাতিক যৌথ নদী ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। বিশ্বব্যাপি পানি নিয়ে এমন আশংকাজনক পরিস্থিতিতে এবারের বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল ***'পানির মৌলিক অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না'***। বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি তার বাণীতে বলেছেন, 'ফসল উৎপাদনে সেচ কাজে পর্যাপ্ত পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের কোনো বিকল্প নেই। পানি ব্যবস্থাপনার ওপর খাদ্য নিরাপত্তা অনেকাংশে নির্ভরশীল। দিবসটি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া বাণীতে বলা হয়, জীববৈচিত্র টিকিয়ে রাখতে কৃষি, শিল্পসহ সবক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। জীবন ও পরিবেশের মৌলিক উপাদান পানি। কৃষি, শিল্প, মৎস্য ও পশুপালন, নৌ-চলাচল, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্য পানির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার, উপকূলীয় এলাকার পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, মারাত্মক পরিবেশ দূষণ, পানি প্রবাহে কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তন সুপেয় পানির উৎসকে ক্রমশ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশে নিরাপদ পানিয় সংকট তীব্র থেকে তীব্রতার দিকে এগুচ্ছে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে গ্রামের কিছু কিছু এলাকায় নলকূপে পানি পাওয়া যায় না, অনেক পুকুর খননের অভাবে শুকিয়ে যায়। নদী-নালাগুলো নানা কারণে জলশুন্য হয়ে পড়ে। স্বল্প সংখ্যক পুকুর বা নদী-নালাতে পানি থাকলেও অতিব্যবহার বা নানা অপব্যবহারে পানি এমন দূষণের শিকার হয় তা আর ব্যবহার উপযোগি থাকে না। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়াতে এলাকার পানি পানিয় অযোগ্য হয়ে পড়ে আবার পাহাড়ি এলাকায় কাছাকাছি ছড়াগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় পানি সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ে। যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী দৈনিক ইনডিপেনডেন্টের সাংবাদিক জোয়ান হারি জলবায়ু বিষয়ক এক প্রতিবেদনে লিখেছেন, 'বাংলাদেশ : রক্তে যার জন্ম, লবণাক্ত পানিতে তার মৃত্যু'। এমন লেখার কারণ ব্যবহারোপযোগী পানি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে এ বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা

বিশুদ্ধ পানির সংকট ৫ম পৃষ্ঠা পর

দেশটিতে। লবণাক্ততা, আর্সেনিক দূষণ আর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় সুপেয় পানীয়জলের সংকটে ভুগছে বাংলাদেশ। আমাদের ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। বৃষ্টির পানি ধরে রাখার নানাধরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারি-বেসরকারি এবং গণমানুষের উদ্যোগ প্রয়োজন। বাড়াতে হবে প্রয়োজনীয় সেচ দক্ষতা। নদীনালা খনন ও বড় বড় জলাশয় তৈরি করার মধ্যদিয়ে পানির উৎস তৈরি করতে হবে। গৃহস্থালি, শিল্প ও কৃষিখাতে পানির অপচয় রোধ করতে হবে। পাশাপাশি ছোট বড় যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পানি রিসাইক্লিং বাধ্যতামূলক রাখা যায় কিনা সে বিষয়েও ভাবতে হবে। এভাবে বিভিন্ন উপায়ে এবং কার্যকর প্রচেষ্টায় যদি দেশে পর্যাপ্ত পানির সংস্থান সম্ভব হয় এবং পর্যাপ্ত পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায় তবেই মানুষের পানির অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। যদিও বাংলাদেশে এখনো পানির অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে দেখা যায় না। আমাদের দেশে এলাকা ও ঋতুভিত্তিক পানি সমস্যার বিভিন্নধরণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বড় শহর, ছোট শহর এবং তৃণমূল ও দুর্গম এলাকার মানুষের পানি সমস্যার ধরণ ও প্রকৃতি এক নয়। সুতরাং আমাদেরকে জাতিসংঘের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী পানি অধিকার নিশ্চিত করতে হলে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, উপকূলীয় জনপদ, পার্বত্য এলাকার পাহাড়ি জনপদ, হাওরবাসি, বরেন্দ্র এলাকাসহ সবধরণের মানুষের পানিয় সংকটের ধরণ ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে আলাদা আলাদা পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এসব এলাকায় নিরাপদ পানির ব্যাপক সংকট রয়েছে। এসডিজি অর্জনে সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ পানির বিষয়ে জোর দিতে হবে। অন্যথায় স্বাস্থ্যঝুঁকিসহ নানাধরণের সংকট প্রকট হয়ে উঠবে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল বিশুদ্ধ পানির সংস্থানকল্পে হাটহাজারীতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র মাধ্যমে গত ক'বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে হাটহাজারীর দু'টি ইউনিয়ন; মেখল ও গুমান মর্দ্দনে স্থানীয়দের চাহিদানুযায়ী ১৪টি গভীর নলকূপ, ৬৪টি অগভীর নলকূপ ও ০২টি সেমি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। এ সকল নলকূপ এলাকার হাটবাজার, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মন্দির, মক্তব-মাদ্রাসা, ক্লাব, এতিমখানাসহ বিভিন্ন জনবহুল জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মহল্লায় বিশুদ্ধ পানির বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। গ্রামের বেশ কয়েকটি পুকুরের পাড় মেরামত এবং মজবুত করে গাইডওয়াল তৈরি করে দেয়া হয়েছে, যাতে বর্ষায় পর্যাপ্ত পানি ধারণ করে শুষ্ক মৌসুমে স্থানীয়রা পানি ব্যবহার করতে পারে। আমাদের ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, এলাকায় বিভিন্ন জলাধার সৃষ্টি করাসহ আরো নানাধরণের পানিয় জল সংরক্ষণ কর্মকান্ডের পরিধি বাড়াতে হবে। আমরা মনে করি বিশ্বব্যাপি এই সংকট উত্তরণে সরকারের পাশাপাশি বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোরও যথেষ্ট করণীয় রয়েছে। আমরা আরো বিশ্বাস করি বৃহত্তর পরিসরে নগরকেন্দ্রিক পানিয় সংকট দূরীকরণেও সরকারের ওয়াসা কর্তৃপক্ষের সাথে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাজ করার প্রচুর সুযোগ ও ক্ষেত্র রয়েছে। এতে প্রয়োজন শুধু কার্যকর পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। এভাবে সরকারি -বেসরকারি সকল উদ্যোগকে সমন্বিত করে যদি সম্মিলিত ভাবে কাজ করা সম্ভব হয় তাহলে বাংলাদেশের হাওর-বাওর, উপকূল, পাহাড়, সমতল, শহর, গ্রাম, ধনী-দরিদ্র সবক্ষেত্রে চাহিদানুযায়ী নিরাপদ পানিয় জলের সংস্থান করার মধ্য দিয়ে আমাদের পানির অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং সুস্থ, সবল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তৈরিতে তা অত্যন্ত জরুরী।

তথ্যসূত্র : প্রথম আলো, ২৯ মে ২০১৬ উপসম্পাদকীয়, হায়দার আকবর খান রনো

ঘাসফুল ও বিডি ভেঞ্চার লি. এর যৌথ উদ্যোগ

ক্রাউড ফান্ডিং বিষয়ে কর্মশালা

বিডি ভেঞ্চার লি:-ঘাসফুলের ক্রাউড ফান্ডিং বিষয়ক কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

ঘাসফুল ও বিডি ভেঞ্চার লিঃ এর যৌথ উদ্যোগে ১৯ ফেব্রুয়ারি ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'ফাইন্যান্সিং সলিউশন ফর এন্টারপ্রেনিউর : ক্রাউড ফান্ডিং অরগানাইজড বাই ফান্ড এসএমই' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দেশীয় উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণে অনলাইনের মাধ্যমে উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনই এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য বিডি ভেঞ্চার লিঃ সম্প্রতি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের মাধ্যমে চট্টগ্রামের উদ্যোক্তা ও সম্ভাবনাময়ী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানে বিনিয়োগকারীদের সংযোগ স্থাপনে এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। কর্মশালার উদ্বোধন করেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিডি ভেঞ্চার লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শওকত হোসাইন। উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের উপ পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, বিডি ভেঞ্চার লিঃ এর ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার মাজহার ই হোসাইন এবং ঘাসফুলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। কর্মশালায় চট্টগ্রামের মোট ২১জন উদ্যোক্তা ও সম্ভাবনাময়ী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম নীতিমালা রিভিউ কর্মশালা

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম নীতিমালা রিভিউ কর্মশালা সম্পন্ন হয় ২৪-২৫ মার্চ কর্ণফুলী উপজেলাস্থ কোডেক ট্রেনিং সেন্টারে। দুইদিন ব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন করেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের নওগাঁ জোনের সহকারী পরিচালক মো: শামসুল হক, মো: তাজুল ইসলাম খান, ব্যবস্থাপক তাঈম উল আলম, সাইদুর রহমান খান, মোহাম্মদ সেলিম, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ, উপ-ব্যবস্থাপক নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, সহকারী ব্যবস্থাপক নাজিম উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন, আবুল কাশেম, আবদুল গফুর, রবিরায় মালাকার এবং শাখা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের মাঝে ঘাসফুল এর ত্রাণ বিতরণ

গত ২৭ জানুয়ারি হাটহাজারী উপজেলার পূর্ব দেওয়ান নগরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরন হয়ে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। এতে ঘাসফুল হাটহাজারী সদর শাখার ১৬২নং সমিতির ৩জন সদস্যের বসতবাড়ি ভস্মিভূত এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম এর সদস্যদের যে কোন বিপদে পাশে থাকার প্রয়াস থেকে গত ৭ মার্চ নতুন করে বাড়ি তৈরী করার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের পাঁচ বস্তা করে সিমেন্ট প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম এর ব্যবস্থাপক ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো: নাসির উদ্দিন, শাখা ব্যবস্থাপক মো: মশলিউর রহমান ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০১৯

দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি হ্রাস করবে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের সমন্বয়ে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১০ মার্চ সকাল সাড়ে ৯টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস থেকে এক র‌্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মাশহুদুল কবীরের নেতৃত্বে র‌্যালীটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় সার্কিট হাউজে এসে শেষ হয়। দিবসটির এবারের বিষয় - "দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি, হ্রাস করবে জীবনও সম্পদের ঝুঁকি"। র‌্যালী শেষে সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার সভায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মাসহুদুল কবীর বলেন-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ দূর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। দেশের প্রত্যেকটি উন্নয়ন সূচকের পাশাপাশি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ও বাংলাদেশ বিশ্ববাসীর নিকট অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধস ও ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলা করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে আরো ব্যাপক প্রচার প্রচারনা চালানোর অনুরোধ জানান। ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে একটি দল উক্ত র‌্যালী ও আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করে।

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক নারী দিবস

নারী উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বক্তব্য রাখছেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দীন চৌধুরী।

"সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়"-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের আয়োজনে গত ১২ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ পালিত হয়। পিকেএসএফ এর সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট এর সহায়তায় চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে এ আয়োজন করা হয়। সকালে মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দীন চৌধুরী ও প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ জসিম উদ্দিন এর নেতৃত্বে স্থানীয় তিনশতাধিক নারী পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী শেষে মেখল ইউনিয়নের ইছাপুরস্থ সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয় প্রাঙ্গনে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দীন চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন নারী উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন এর সঞ্চালনায় আলোচনাসভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক আবেদা বেগম, মেখল ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ জসিম উদ্দিন, মহিলা সদস্য খুরশিদা বেগম, বেবী আক্তার, সমাজসেবক সৈয়দ মোঃ হাসান শাহ, সৈয়দ মাহফুজুর রহমানসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও গত ১০ মার্চ গুমান মর্দ্দন ইউপি কার্যালয় প্রাঙ্গণে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদযাপন করা হয়। ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক আবেদা বেগম এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, নারী নিজেকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাদের অনেক কাজ করা প্রয়োজন। তিনি ঘাসফুল ও পিকেএসএফকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি এলাকার তৃণমূলে এমন ব্যতিক্রমী আয়োজন করায় ধন্যবাদ জানান। সভাপতির বক্তব্যে আবেদা বেগম বলেন, পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সমঅধিকার ভোগ করে এমন দেশের সংখ্যা অতি নগন্য। তিনি নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সকলকে ভূমিকা পালনের আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুব কমিটির সদস্য মোজাম্মেল হক, ফরিদা পারভীন, শিক্ষক সংগীতা আক্তার। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক শফিউল

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালী

আলম, সমাজসেবক হাজী মনির আহম্মদ, সুলতানুল আলম চৌধুরী, ঘাসফুল প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি মোঃ সরওয়ারদী, ২নং ওয়ার্ড ইউপি মেম্বার মোঃ শাহজাহান চৌধুরী ও মহিলা মেম্বার আয়েশা আমেনা প্রমুখ।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে

বয়স্ক ভাতা, ফিজিওথেরাপি সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে গত তিনমাসে দুইশ জন প্রবীণকে ছয়শত টাকা হারে মোট তিনলক্ষ ষাট

হাজার টাকা বয়স্ক ভাতা ও ১জন অস্বচ্ছল প্রবীণকে চারহাজার টাকা হারে মোট আট হাজার টাকা এবং ১৩জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট ছাব্বিশ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ৩৫জন প্রবীণকে ফিজিওথেরাপী সেবা দেয়া হয়। তাছাড়া নিয়মিত প্রবীণ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ৬০ জন প্রবীণকে ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারী উন্নত জাতের গাভী পালন ও ২১মার্চ হাঁস মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো: নাছির উদ্দিন ও ইডিও রোমেল মুৎসুদ্দী।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বাস্তবায়নকৃত সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন প্রোগ্রামের আওতায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গত ১২, ১৩ ও ৩০ মার্চ গুমান মর্দ্দন পেশকারহাট ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণির মোট ২৪৫জন শিক্ষার্থীকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। এসময় বাল্যবিবাহের কারণ গুলি কি কি, কুফল, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বর্তমান ও অতীতের আইন কানুন, বাল্যবিবাহের শাস্তি কি, কারা কারা এই শাস্তির আওতায় আসবে, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সনদ সমূহ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি জাতীয় উদ্যোগ সমূহ কি কি তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ওরিয়েন্টেশন শেষে নন্দিত নাট্যকার মামুন উর রশীদের রচনা ও নির্দেশনায় বাল্যবিবাহের উপর নির্মিত নাটিকা প্রদর্শন করা হয়। নাটিকাটিতে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক সমূহ চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নাটিকাটি দেখার পর

শিক্ষার্থীরা শপথ গ্রহণ করে যে, নিজেরা বাল্যবিবাহ করবে না, আবার কোথাও বাল্যবিবাহ হলে সকলের সহযোগিতা নিয়ে প্রতিরোধে এগিয়ে আসবে।

ইউনিয়ন ও যুব ইউনিয়ন সমন্বয় সভা সম্পন্ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গত ০৪ মার্চ মেখল ইউপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সকল মেম্বার ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এক ইউনিয়ন সমন্বয় সভা ও ২৪ মার্চ হামজা দিঘীরপাড় সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘরে ইউনিয়নের যুবদের নিয়ে যুব ইউনিয়ন সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভায় সভাপতিত্ব করেন মেখল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: সালাহউদ্দিন চৌধুরী। তিনি মেখল ইউনিয়নে চলমান সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের চিত্র তুলে ধরেন।

মেখলে পটগান

ঘাসফুলের আয়োজনে ৭ ফেব্রুয়ারী ৮নং মেখল ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত সার্বিক কর্মকান্ডের চিত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'পটগান' এর মাধ্যমে মেখলে অধিবাসিদের সম্মুখে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মো: সালাহউদ্দিন চৌধুরী, ইউপি সদস্যবৃন্দ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেন ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র উদ্বোধন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল এর বাস্তবায়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত ১০ ফেব্রুয়ারী প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুহুল আমিন, গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মজিবুর রহমানসহ স্থানীয় সাংবাদিক, শিক্ষক, ইউনিয়ন প্রবীণ সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ঘাসফুল এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বাস্থ্যক্যাম্প সম্পন্ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারী হাটহাজারী দক্ষিণ-পূর্ব মেখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে মেডিসিন ও ডায়াবেটিকস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ও চট্টগ্রাম লায়ন্স হসপিটাল এর মেডিকেল টিম কর্তৃক চক্ষু চিকিৎসা দেয়া হয়। এতে সীমিত কারে ঔষুধ বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পে মেখল ইউনিয়নের মোট ৪২২জন রোগী স্বাস্থ্য ও চক্ষুসেবা গ্রহণ করে।

লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিট এর উদ্যোগে

হাটহাজারীতে পরাণ রহমান স্মৃতি চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ স্মরণে তাঁর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিট এর উদ্যোগে হাটহাজারী গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে এক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে যারা সমৃদ্ধি কর্মসূচির বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রেরই শিক্ষার্থী। অংশগ্রহণকারী সকল শিশুকে সম্মাননা পুরস্কারসহ ক ও খ বিভাগে ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অর্জনকারী মোট ছয়জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান, লায়ন্স ক্লাব ও লিওক্লাবের প্রতিনিধি ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ। এ সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

যুব কনফারেন্স ২০১৯

ঘাসফুলের আয়োজনে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে পিকেএসএফ এর সহায়তায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির “উন্নয়নে যুব সমাজ” কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন যুব কনফারেন্স-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারী গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত যুব কনফারেন্সে যুবকদের প্রবন্ধ উপস্থাপন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ আয়োজনে ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ডের যুব প্রতিনিধিরা অংশ নেন। প্রবন্ধ উপস্থাপন দক্ষতা, বিষয়ের তথ্য-উপাত্ত ও সার্বিক মূল্যায়নে ২নং ওয়ার্ড, ৪নং ওয়ার্ড ও ৫নং ওয়ার্ডের প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী যুবরা বিজয়ী হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। অবশিষ্ট ৬টি ওয়ার্ডের যুবদেরকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ঋণ গ্রহণকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গত ২৩-২৪ জানুয়ারি টার্কি পালন, ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি জৈব পদ্ধতিতে সবজিচাষ ও ৬ - ৭ মার্চ ভার্মি কম্পোষ্ট সার উৎপাদন বিষয়ে ছয়টি সেশনের মাধ্যমে মোট পঁচাত্তর জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মেখল ইছাপুর ফয়েজিয়া বাজারস্থ সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন হাটহাজারী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আইয়ুব মিঞা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ আব্দুল্লাহ ওয়াহিদ।

প্রবীণেরা বোঝা নয়... শেষের পৃষ্ঠা পর

শতবর্ষী নারী আজব খাতুনকে সিনিয়র সিটিজেন সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, পিকেএসএফ’র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, হাটহাজারী উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী, মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দীন। উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, সহকারি পরিচালক তাজুল ইসলাম খান, অডিট ও মনিটরিং বিভাগের ব্যবস্থাপক টুটুল কুমার দাশ, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে শতবর্ষী নারী আজব খাতুনকে সিনিয়র সিটিজেন সম্মাননা এবং প্রবীণ ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়াও একশ জন প্রবীণকে প্রবীণ ভাতা, একজনকে অসচ্ছল প্রবীণ ভাতা, বিশজনকে লাঠি, বিশজনকে ছাতা, বিশজনকে কমোড চেয়ার, একষট্টি জনকে চশমা, দুইজনকে হুইল চেয়ার, পাঁচজন সম্মানিত প্রবীণকে প্রবীণ সম্মাননা, একজনকে সিনিয়র সিটিজেন সম্মাননা এবং জনপ্রতি আড়াই হাজার টাকা, সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল PACE প্রকল্প

পিকেএসএফ প্রতিনিধিদলের উচ্চমূল্যের ফলের বাগান পরিদর্শন

উচ্চমূল্যের ফলের বাগান পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদ ও অন্যান্যরা

গত ০৪ ফেব্রুয়ারী পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর একটি প্রতিনিধিদল হাটহাজারী উত্তর মেখল ইউনিয়নে ঘাসফুল PACE প্রকল্পের উপকারভোগি হাজী এম. এ. রফিক হাসানের বারহি খেজুর, এভোকাডো, উচ্চফলনশীল নারিকেল ও ড্রাগন ফলের বাগান পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য ঘাসফুল পিকেএসএফ এর সহায়তায় হাটহাজারী উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ দিন উত্তর মেখল বায়তুল লেক্কা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবীণ মেলা শেষে ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এর আমন্ত্রণে পিকেএসএফ প্রতিনিধিদল অনুষ্ঠান নিকটবর্তী বাগানটি পরিদর্শন করেন। এ সময় পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ও প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অন্যান্যদেরকে সাথে নিয়ে বাগানে দুইটি এভোকাডো গাছের চারা ও চারটি গোল মরিচের চারা রোপণ করেন। ইতোপূর্বে বাগানে ২২টি উচ্চফলনশীল নারিকেল, ১৬টি বারহি খেজুর, ৩৬০টি ড্রাগন ফলের চারা রোপন করা হয়, যার অনেক গুলোতে বর্তমানে ফুল-ফল এসেছে। পরিদর্শন দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সাবেক মূখ্য সচিব ও পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল করিম, পিকেএসএফ'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, মোঃ ফজলুল কাদের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. জাহেদা আহমদ, হাটহাজারী উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সভাপতি ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী, মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দীন এবং ঘাসফুলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

PACE ভ্যালুচেইন এন্ড টেকনোলজি প্রকল্প

প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী কার্যক্রম সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহায়তায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন হাটহাজারীর মিষ্টি মরিচ, নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিকরণ (PACE Value Chain Project) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, সভা, প্রদর্শনী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। গত তিন মাসে পনেরটি প্রশিক্ষণ, আটটি মাঠ দিবস, আঠারটি ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা, চৌদ্দটি মিষ্টি মরিচের বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী, নয়টি নিরাপদ সবজি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, দুটি ভার্মি কম্পোষ্ট সার উৎপাদন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, দুইটি কৃষি উপকরণ এবং বীজ উৎপাদনের সাথে জড়িত স্টেকহোল্ডার -বেপারি, পাইকার ও আড়তদার এবং অন্যান্য সেবা প্রদান ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উদ্বুদ্ধকরণ সভা সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসলচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন (PACE Technology PROJECT) প্রকল্পের আওতায় ৫৮ জন কৃষকের মাঝে সার ও কীটনাশক বিতরণ, দুইটি ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং দুইটি সাইনবোর্ড বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণ গুলো পরিচালনা করেন হাটহাজারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ আব্দুল্লাহ ওয়াহিদ, হাটহাজারী আঞ্চলিক কৃষিগবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্ধর্তন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড: মো: মোক্তাদির আলম, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের ব্যবস্থাপক (কৃষি) মোহাম্মদ সেলিম, PACE PROJECT প্রকল্প সমন্বয়কারী কৃষিবিদ মো: বোরহান উদ্দিন, অ্যাসিসটেন্ট টেকনিক্যাল অফিসার মো: মাহিদুল ইসলাম ও PACE PROJECT প্রকল্প সমন্বয়কারী কৃষিবিদ হরি সাধন রায়।

ঘাসফুলের নিরাপদ সবজি মেলা উদ্বোধন

দেশে খাদ্য ঘাটতি পূরণ হয়েছে এখন প্রয়োজন নিরাপদ খাদ্য

ঘাসফুলের আয়োজনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহযোগিতায় ২৫ ফেব্রুয়ারি হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে নিরাপদ সবজি মেলার উদ্বোধন করা হয়। মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানঅতিথি হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. রুহুল আমিন। উদ্বোধন শেষে ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে হাটহাজারী উপজেলা মিলনায়তনে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন আঞ্চলিক কৃষিগবেষণা ইনস্টিটিউট, হাটহাজারী এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মোক্তাদির আলম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান, পিকেএসএফ এর PACE প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. এরফান আলী। প্রধান আলোচক বলেন, বাজারের চকচকে ও সৌন্দর্য দেখে সবজি কিনবেন না কেননা এই সব সবজিতে ক্ষতিকারক কীটনাশক বেশি দেয়া হয়, মাছি বসে এবং কম উজ্জ্বল সবজি কিনবেন এতে তুলনামূলক কম কীটনাশক ব্যবহৃত হয়। অত্যাধিক কীটনাশক মানবদেহে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, যতটা সম্ভব কম কীটনাশকযুক্ত খাবার খেতে হবে। আরো বক্তব্য রাখেন হাটহাজারী প্রেসক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি পূরণ হয়েছে, এখন প্রয়োজন নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা। অনুষ্ঠানের সভাপতি ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। ঘাসফুল সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে নিরাপদ খাদ্য পৌঁছানোর এবং তা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের উপপরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। আলোচনাসভার শেষ পর্যায়ে মেলায় অংশগ্রহণকারী স্থানীয় পাঁচজন কৃষক ও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের উপপরিচালক আবেদা বেগম, ব্যবস্থাপক মোঃ সেলিম, ঘাসফুল প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো: নাছির উদ্দিন ও মোঃ আরিফ, ঘাসফুল PACE প্রকল্পসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মেলার দ্বিতীয় পর্বে বাউল গান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট বাউল শিল্পী মানস পাল। উল্লেখ্য ঘাসফুল ২০১৭ সাল থেকে হাটহাজারী উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নে পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় PACE প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

হাটহাজারীতে ঘাসফুলের নিরাপদ সবজি মেলা উদ্বোধন করছেন অতিথিবৃন্দ

ঘাসফুলের জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালনের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ঘাসফুল গত ৯ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম নগরীর পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনীসহ চারটি স্থানে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। এদিন ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত প্রতিটি স্থানে ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ান। ক্যাম্পেইন স্থানগুলো হলো: পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ফিক্সড ক্লিনিক, আগ্রাবাদ ব্যাপারীপাড়া মোড়, ছোটপুল এবং পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনী। চারটি স্পটে ৬-১১ মাস বয়সী ৬১১জন শিশুকে নীল ক্যাপসুল ও ১২-৫৯ মাস বয়সী ১৫৩০জন শিশুকে লাল ক্যাপসুলসহ মোট ২১৪১জন শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

ঘাসফুলের উদ্যোগে পূর্ব মাদার বাড়ি সেবক কলোনিতে এক শিশুকে ভিটামিন 'এ' প্লাস খাওয়ানো হচ্ছে।

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষু সেবা প্রদান করে আসছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়। গত তিন মাসে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর, জোতবাজার ও সাপাহার উপজেলায় মোট ৭টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	৩	৩২৬	৭২	৪৫
জোতবাজার	১	১১৭	২৩	১৬
সাপাহার	৩	৩১৩	৬৮	৫৩
মোট	৭	৭৫৬	১৬৩	১১১
ক্রমপুঞ্জিভূত	১৬৭	২০৮৬০	৩৮১২	২২২৪

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস ২০১৯

এখনই সময় অঙ্গীকার করার, যক্ষ্মা মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার

গত ২৪ মার্চ 'এখনই সময় অঙ্গীকার করার, যক্ষ্মা মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার' - এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়, সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং সহযোগী সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে পালন করা হয় বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। এ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে থিয়েটার ইনস্টিটিউটে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে সিভিল সার্জন ও উপ-পরিচালক ডা. মোহাম্মদ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী এর সভাপতিত্বে থিয়েটার ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগ পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. মো. আবুল কাশেম। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক ডা. অসীম কুমার নাথ, উপ-পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. মো. আবদুস ছালাম, নাটাব সভাপতি মোরশেদুল আলম কাদেরী। প্রধানঅতিথি ডা. মো. আবুল কাশেম, যক্ষ্মা নির্মূলে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা গুলোকে আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ গ্রহণ করে।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

স্বাস্থ্যক্যাম্প ও নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের আওতায় চট্টগ্রাম নগরীর মার্স স্পোর্টস ওয়্যার গার্মেন্টস লিমিটেডের আয়োজনে ০২ মার্চ এক স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপি ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও চট্টগ্রাম লায়ন্স হসপিটাল এর মেডিকেল টিম কর্তৃক চিকিৎসা ও চক্ষুসেবা পরিচালনা করা হয়। এতে মার্স স্পোর্টস ওয়্যার গার্মেন্টস লিমিটেডের মোট ৬৫২জন রোগী স্বাস্থ্য ও চক্ষুসেবা গ্রহণ করে। ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন মার্স স্পোর্টস ওয়্যার গার্মেন্টস লিমিটেডে এর মানব সম্পদ প্রধান মো. আরমান চৌধুরী। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের ইনচার্জ আতিকুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রয়েছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	৯৬৩
টিকাদান কর্মসূচি	২৯৭
পরিবার পরিকল্পনা	১৭৪৮
নিরাপদ প্রসব	৫৬
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৪৯৭১
হেলথ কার্ড	২৯৫

ঘাসফুল ঋণ ঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

গত তিন মাসে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৮১জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। ঘাসফুল ঋণ ঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুবীমা দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৭,৮২,৮১৭/-(সতের লক্ষ বিরাশি হাজার আটশত সতের) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৭,৬২,৭৯৯/- (সাত লক্ষ বাষট্টি হাজার সাতশত নিরানব্বই) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৪,০৫,০০০/- (চারলক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৫৯৬
সদস্য সংখ্যা	৭৩৫৯৬
সঞ্চয় স্থিতি	৫৩৬৬০১৩৯২
ঋণ গ্রহীতা	৫৬৬১৮
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরন	১৩৭২৮৮৮০৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১২৫৮৪৭২৭০৭৩
ঋণ স্থিতির পরিমান	১১৪৪১৫৩৬২৮
বকেয়া	৪৪০৫৫৯৯৪
শাখার সংখ্যা	৫০

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ এর নিয়মিত কার্যক্রম

সংস্থায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ। এরই ধারাবাহিকতায় গত তিন মাসে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা সম্পন্ন হয়।

বিষয়	সময়কাল	স্থান
Micro Health Insurance (MHI)	২৬-২৭ ফেব্রু:	Academy of Learning (AOL)
সাংগঠনিক পরিচিতি এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা	১০-১১ মার্চ	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে
Youth Development through Enhancing Progressive Skill and Creativity (YES)	১৪ মার্চ	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

শিশুদের মূল শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীল শিক্ষা ও বই পড়ার উৎসাহ দিতে হবে

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের আয়োজনে চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ স্কুল প্রাঙ্গনে ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ও ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পশ্চিম মাদারবাড়ী ২৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর গোলাম মোঃ জোবায়ের। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব জমির আহমদ সরদার, ঘাসফুল উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও সমাজসেবক রওশন আরা মোজাফফর বুলবুল, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য কবিতা বড়ুয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঘাসফুলের ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তকরণ বিভাগের উপ পরিচালক আবেদা বেগম। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান জীবদ্দশায় শিক্ষা ও সমাজসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ঝরেপড়া ও পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার প্রত্যয়ে উন্নত শিক্ষিত সমাজ গড়ার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তারা বলেন, শিশুদের গুণীজনদের বইপড়ার উৎসাহ প্রদান করতে হবে। শিশুদেরকে মূলশিক্ষার পাশাপাশি প্রকৃতির সাথে সৃজনশীল শিক্ষা ও বইপড়ায় উৎসাহ দিতে হবে। শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য শিশুদেরকে পাঠদান করলে হবে না। শিশুরাই আগামীর দেশ গঠণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস শিশুদেরকে জানাতে হবে। অনুষ্ঠানে ক এবং খ ক্যাটগরিতে ১ম, ২য় এবং ৩য় শ্রেণীতে উর্ত্তীণ ৬৮জন শিক্ষার্থীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এসময় ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল

সারা দেশের সাথে একযোগে সম্পন্ন হলো বই উৎসব

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় সারা দেশের মতো গত ১ জানুয়ারী ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় বই উৎসব'১৯। এদিন সকালে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী। নতুন বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দ প্রকাশ করে। এসময় স্কুলের অন্যান্য শিক্ষিকাসহ প্রচুর সংখ্যক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। শ্রদ্ধাঞ্জলী শেষে স্কুলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশু ও স্থানীয় মাদারবাড়ি এস কলোনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। শিশুরা সেবক কলোনী থেকে র‌্যালি নিয়ে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গনে শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করে এবং র‌্যালি শেষে মাদারবাড়ি এস কলোনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করে। এতে উপস্থিত ছিলেন মাদারবাড়ি এস কলোনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক শ্যামলি দাশ, ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সহায়িকা নিলুফা আক্তারসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। এছাড়া ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে গত তিনমাসে দলিত (হরিজন) সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯৭%। কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আঁকা, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবকসভা আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তিকরা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনকের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী পালিত

গত ১৭ মার্চ সকাল ৯টায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস থেকে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালী শুরু হয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে শেষ হয়। র‌্যালীর উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মো. আবদুল মান্নান। র‌্যালি শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হল বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস। শিশুরা সঠিক ইতিহাস জানলে দেশপ্রেমিক হয়ে একদিন দেশ গঠনের ভূমিকা রাখবে। শিশুরাই আগামী প্রজন্মের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন । অনুষ্ঠানে ঘাসফুল সেকেন্ডে চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ২জন শিক্ষার্থী খুদে বঙ্গবন্ধু সাজে সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করে। এছাড়াও ঘাসফুল সেকেন্ডে চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ৬০জন শিক্ষার্থী ও ২০জন কর্মকর্তাসহ মোট ৮০জন উক্ত আয়োজনে অংশ নেয়।

আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ২০১৯

সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো

চট্টগ্রাম জেলা শিশু একাডেমি মিলনায়তন ও একাডেমি প্রাঙ্গনে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকের কার্যালয় ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে গত ৮ মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনাসভা ও নারী উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল - "সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো"। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. আবু হাসান সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য। প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ওয়াসিকা আয়শা খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিশু একাডেমির শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নারগীস সুলতানা, দৈনিক পূর্বকোণের সিনিয়র সহ-সম্পাদক ডেইজি মওদুদ ও ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু। ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের কর্মকর্তারা আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে।

• বর্ষ ২০১৯ • সংখ্যা ০১
• জানুয়ারি - মার্চ

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৮ বছর

পিকেএসএফ-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জনাচ্ছেন ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী

পিকেএসএফ-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের

স্বাধীনতা পুরস্কার অর্জনে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পিকেএসএফ-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ মহোদয় জাতীয় পর্যায়ে সমাজসেবা/জনসেবার ক্ষেত্রে গৌরবজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৯-এ ভূষিত হওয়ায় ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। গত ২৭ মার্চ পিকেএসএফ মিলনায়তনে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষ থেকে জনাব জাফরী ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মূখ্য সচিব ও পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আবদুল করিম, সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন প্রমুখ। উল্লেখ্য প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ, মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন চিন্তক, সকলের জন্য মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্রত মহান এই ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় বেসামরিক সম্মাননা অর্জনে ইতোপূর্বেও ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাকে অভিনন্দিত করা হয়।

ঘাসফুলের আয়োজনে প্রবীণ মেলা-১৯

প্রবীণেরা বোঝা নয়, জাতির সম্পদ

প্রবীণ মেলা উদ্বোধন করছেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও অন্যান্যরা

হাটহাজারীর মেখল ইউনিয়নে ঘাসফুলের আয়োজনে পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় প্রবীণ মেলা ১৯ গত ০৪ ফেব্রুয়ারি সোমবার উত্তর মেখল বায়তুল লেক্কা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। মেখল ইউনিয়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এ মেলার আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল ৯:০০ টায় প্রবীণ মেলা উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। এতে সম্মানিত অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাবেক মূখ্য সচিব মো: আবদুল করিম। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন, প্রবীণ ভাতাপ্রাপ্ত উপকারভোগী মোঃ রফিক উদ্দিন। প্রধানঅতিথি বলেন, প্রবীণরা কখনো বৃদ্ধ নয়, মানসিক দিক দিয়ে অনেক সক্ষম, দেশ গঠনে তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। দেশের সমাজ পরিবর্তনে এবং উন্নয়নে প্রবীণদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচি এমন এক কর্মসূচি যা সমাজের শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ জনগোষ্ঠী পর্যন্ত সেবা গ্রহণ করতে পারে। এমনকি মৃত্যুর পর দাফন-কাফন সেবা পর্যন্ত এ কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। প্রবীণদের বোঝা নয়, দেশের সম্পদ হিসেব গণ্য করতে হবে। পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাবেক মুখ্য সচিব মোঃ আবদুল করিম বলেন, স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয়রাই ভূমিকা রাখতে পারে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করছে পিকেএসএফ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি। তিনি বলেন, পিকেএসএফ'র সহায়তায় ঘাসফুল নিরাপদ ও বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে কাজ শুরু করেছে। হাটহাজারীর প্রসিদ্ধ লাল মরিচ জাতীয়ভাবে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠায় এবং বাজারজাতকরণে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল কাজ করছে। অনুষ্ঠানে ☛বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠা।

প্রবীণরা কখনো বৃদ্ধ নয়, মানসিক দিক দিয়ে অনেক সক্ষম, দেশ গঠনে তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

বিজনেস ফিন্যান্স ফর দ্যা পুওর ইন বাংলাদেশ (বিএফপি-বি) এর সহযোগিতায়

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন

বিগত ২৯ জানুয়ারি Private-Private Initiative for Access to Insurance Program এবং Paper less Micro-Credit System in Bangladesh Swosti mfi247 এর মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাতা সংস্থা প্রতিনিধিদের একটি দল ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে আসেন। পর্যবেক্ষক দলটি এ দিন সকালে হোটেল সেন্টমার্টিন-এ ঘাসফুল এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য একটি ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন প্রদর্শন করেন এবং বেলা ১২টায় মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শনে যান। প্রতিনিধি দলটি এ সময় ঘাসফুল এর মধ্যম হালিশহর শাখায় বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগিদের সাথে কথা বলেন। পর্যবেক্ষণ দলে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন; BFP-B, NATHAN, Pragati Insurance Limited, Pragati Life Insurance Limited, Swosti, Micro inspire, UK Aid, DFID। এ সময় পর্যবেক্ষক দলের সম্মানিত সদস্যদের স্বাগত জানান ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভুক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী ও এমআইএস বিভাগের সহকারি পরিচালক আবু জাফর সরদার, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভুক্তিকরণ বিভাগের ব্যবস্থাপক তাঈম-উল-আলম, উপ-ব্যবস্থাপক নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, শাখা ব্যবস্থাপক মির্জা জাবেদ জাহাঙ্গীরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
লুৎফন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, এমএ মঞ্জুরী, বাড়ী নং-৫/ডি, বাদশামিয়া রোড, আমিরবাগ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫
ইমেইল :ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org